সংবাদ

তারিখ ... 02 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের নেতৃত্বে মানববন্ধন করা হয়

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধনে আহ্বান

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রুখে দাঁড়াও

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী একযোগে মানববন্ধন করেছেন। গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার মাস পূর্তিতে জঙ্গিবাদবিরোধী এ মানববন্ধন পালন করা হয়। 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রুখে দাঁড়াই, দেশ ও জাতিকে বাঁচাই', 'সন্ত্রাস নয়, শান্তি চাই শঙ্কামুক্ত জীবন চাই', 'সন্ত্রাসবাদ রুখে দাঁড়াও'- এ ধরনের বিভিন্ন স্লোগানে জঙ্গিবাদ নির্মূলে শপথ নেয় লাখো ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মকর্তারা। দেশের ৩৭টি সরকারি এবং ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল বেলা ১১টায় মানববন্ধন শুরু হয়, চলে বেলা ১২টা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচি পালন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা এই মানববন্ধনে অংশ নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ থেকে রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

এছাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, মিরপুর, ধানমন্ডি, গুলশান, উত্তরা, বনানীসহ ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে এ কর্মসূচিতে অংশ নেয় বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী। শিক্ষামন্ত্রী

রুখে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

রুখে : দাঁড়াও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নূরুল ইসলাম নাহিদ, ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুনুর রশিদ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে মন্তব্য করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জঙ্গি তৎপরতা পেলেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে যাব। আইন না মানলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেব।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সিলেবাসের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পড়াতে হবে। পড়াতে হবে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস। কেউ সেটা না করে তবে তার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

শহীদ মিনারের কর্মসূচিতে বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ, তেজগাঁও কলেজ ও ঢাকা নার্সিং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। একই দাবিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্যাম্পাসের সামনে মানববন্ধন করে।

কর্মসূচিতে ইউজিসি চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান বলেন, 'শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদের কুফল ও এর পরিণতির কথা জানাতে এবং বুঝাতে হবে। আমাদের সন্তানদের বুঝাতে হবে যে যারা জঙ্গি হিসেবে নিহত হয়েছে তাদের লাশ কেন তাদের পরিবার গ্রহণ করছে না। এদেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই।'

কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বলেন, 'বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনীতিবিদরা একে অপরকে দোষারোপ করেন। কিন্তু এখন দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন। এমন ঠেলাঠেলি না করে জঙ্গিবাদ ইস্যুতে তাদের এক হয়ে কাজ করতে হবে। না হলে দেশকে রক্ষা করা যাবে না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচিতে উপাচার্য অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'জঙ্গিবাদ রুখতে ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। জাতীয় সংকটে এক হয়ে কাজ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।' জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

নিজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, ''সাংস্কৃতিক জাগরণই রুখতে পারে জঙ্গিবাদ। এজন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে পুরান ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। কারণ স্বাধীন দেশে জঙ্গিবাদের কোনও ঠাঁই নেই।' তিনি বিপথগামী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

এছাড়াও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, নটর ডেম কলেজ, ট্রাস্ট কলেজ, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানববন্ধন পালন করেন।

রোববার ইউজিসি'র পক্ষ থেকে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, 'গত ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলা হয়েছে। এর কিছুদিন পর কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ার ঈদের ময়দানের কাছে এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার মাধ্যমে যাতে জাতীয় স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে কোন মহল আর কোন অপপ্রয়াস চালাতে না পারে, সে বিষয়ে সকলের সচেতনতা একান্ত জরুরি।'